বাকের তোমাকে ভুলি নাই

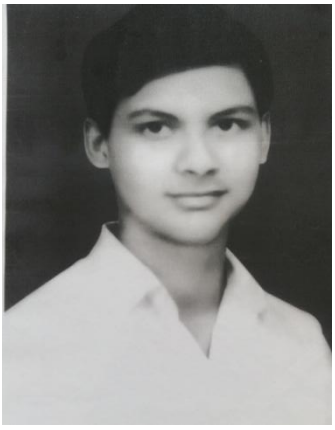

শহীদ মোঃ আবুবকর(বাকের)
বীর বিক্রম, ক্র্যাক প্লাটুন,
সেক্টর – ২, ১৯৭১

স্বাধীনতার ৪৭ বছর পর আবার সেই ৭১ এর ডায়েরীটা বের করলাম। সযত্নে সংরক্ষিত সেই ছোট চিঠিটা ডায়রীর পাতার ফাঁকে দেখতে পেলাম। সাথে আটকানো স্বাধীন বাংলাদেশের কোন একটি দৈনিক এ প্রকাশিত শহীদ বাকেরের চির বিদায়ের কাগজের কাটিং। ধীরে ধীরে কমে আসছে আমাদের (মুক্তিযোদ্ধাদের) সংখ্যা, স্মৃতি আওড়াতে গিয়ে কিছু লিখতে ইচ্ছা হলো তাই লিখে ফেললাম –

দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ২১শে আগস্ট। আমি এবং সামসুজ্জামান ফরহাদ (তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসীর ১ম বর্ষের ছাত্র) ঢাকা শহর থেকে প্রভাকরদি, আড়াইহাজার থানা, রামচন্দ্রপুর হয়ে বেলা ৪টার দিকে বিখ্যাত সেই চারগাছ বাজারে গিয়ে উপস্থিত হই। চারগাছ ছিল মুক্তিযুদ্ধের ২ নং সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের আগমন এবং নির্গমনের একটি ঐতিহাসিক দুর্গম পথ । এই পথটি মোটামুটিভাবে যুদ্ধের ৯ মাসই মুক্তিযোদ্ধারা চলাচলের জন্য মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। আমি আর ফরহাদ একটি ছিপ নৌকাযোগে চারগাছ বাজার এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভারতের দিক থেকে আসা একটি মুক্তিযোদ্ধা ভর্তি নৌকার দিকে দৃষ্টি পড়ল। সেই নৌকা থেকে বাকের আমার নাম ধরে ডাকতেই আমি আমার নৌকা থামাতে বললাম। উল্লেখ্য, আমি আর মোহাম্মদ আবুবকর (ডাক নাম বাকের) তদানিন্তন কায়েদে আযম কলেজ (বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ) এর বিএসসি ১ম বর্ষের ছাত্র। নৌকা দুটি পাশাপাশি আসতেই বাকের আমার নৌকায় চলে এলো। আমাদের গন্তব্য এবং আমার অপারেশন এরিয়ার সম্ভাব্য ক্ষেত্র সম্পর্কে জানার পর বিশে ষ সুবিধার জন্য সেক্টর – ২ এর গেরিলাদের দায়িত্বে নিয়োজিত বাদল ভাইকে বাকের একটি চিঠি লিখে দেয়। বাকেরের ইংরেজীতে লেখা সেই চিঠিখানা (যা কাগজের অভাবে আমার পকেট ডায়রীর পাতায় নৌকায় বসেই লিখা হয়েছিল) ৪৭ বছর এই ডায়রীতেই ছিল।

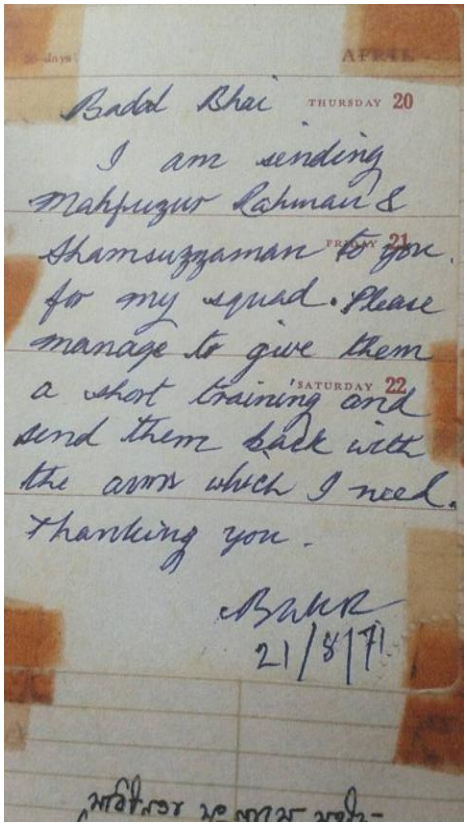

[Badal bhai,

I am sending Mahfuzur Rahman & Shamsuzzaman to you, for my squad. Please manage to give them a short training and send them back with the arms which I need.

Thanking you,

Bakr

21/8/71]

এই চিঠির মাধ্যমেই বাদল ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং সেই মোতাবেক বাদল ভাই আমাদের দুজনকে ২নং হেড কোয়ার্টারে বিশেষ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছেন। পরবর্তীতে আমরা ২জনই পালাটানা ক্যাম্প এ ভারতীয় সেনা বাহিনীর অধীনে পূর্ণাঙ্গ গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেই এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে আবার ২ নং সেক্টরের হেড কোয়ার্টার এ ফিরে আসি।

২নং সেক্টর হেড কোয়ার্টারে (মেলাগড়) ফিরেই বাদল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করি এবং বাকেরের চিঠির চাহিদা অনুযায়ী আমি ঢাকা এলাকার যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করি। এই সময়ই প্রথম জানতে পারলাম বাকেরের পাকিস্তান আর্মির হাতে ধরা পরার কথা। মনটা একেবারে ভেঙে যায়। বাদল ভাই আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বাকের এর প্লাটুন অর্থাৎ সেই বিখ্যাত “ক্র্যাক প্লাটুন” এর কমান্ডার মায়া ভাই এর সাথে আমাদের ২ জনকেই পরিচয় করিয়ে দেন। বাকেরের গেরিলা দল “ক্র্যাক প্লাটুন” এর কথা শুনতেই আমি আর ফরহাদ সঙ্গে সঙ্গে “ক্র্যাক প্লাটুন” এ যোগদান করি এবং ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এ অপারেশন এর জন্য অবস্থান নেই।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ এ দেশ মুক্ত হলো। বিজয়ের আনন্দে দেশ উদ্বেল হলো কিন্তু বন্ধু বাকের কে আর পেলাম না। কিছু দিনের মধ্যেই আবার কলেজে ফিরে গেলাম

কিন্তু বাকের আর কোনদিন কলেজে ফিরে এলোনা। কিছুদিন পর “ দৈনিক সংবাদ” পত্রিকাতে বাকেরের ধরা পরার ঘটনাটি ছাপা হয়।

আমার ডায়রীতে লেখা চিঠিটিই বাকেরের লেখা শেষ চিঠি। সেই অংশটিই আমি আমার ডায়রীতে ৪৭ বছর যাবত সযত্নে রেখেছি, মনে রেখেছি বাকের কে। জানিনা ইতিহাস বা জাতি বাকের কে ভুলে যাবে কি না।

মোহাম্মদ আবুবকর

মোহাম্মদ আবুবকর, বয়স মাত্র ১৮ বছর, পিতা আবু জাফর, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে অফিসার। রংপুর জেলার সৈয়দপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। বাংলাদেশে মুক্তি আন্দোলনে যোগ-দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বহু অপারেশনে অংশ নেন। অতপর গত ৩০শে আগষ্ট ভোর তিনটায় কুখ্যাত পাক হানাদারদের ক্যাপ্টেন আদিল তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং তারপর এ পর্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। সংবাদপ্রার্থী মোহাম্মদ আবুজাফর অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে অফিসার, গুলশান, ঢাকা।

মাহফুজুর রহমান আমান

বাকের এর সহপাঠী ও সহযোদ্ধা